সংবাদ

তারিখ ... 20 JAN 2010
পৃষ্ঠা ...

ভিকারুন নিসা নূন স্কুলে ভর্তি নিয়ে এবারও জালিয়াতি

বাকী বিল্লাহ

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুলে এবারও প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্রের নম্বর নিয়ে ভয়াবহ জালিয়াতি হয়েছে। এর মধ্যে যে পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রে ১৩ নম্বর পেয়েছে টেবুলেশন শিটে তার নম্বর বাড়িয়ে ৩৭ করা হয়েছে। ভর্তি দুর্নীতিবাজরা শিক্ষিকাদের স্বাক্ষর জাল করে টেবুলেশন শিটে এ নম্বর বাড়িয়েছে। স্কুলে ভর্তি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত অসাধু শিক্ষক ও শিক্ষিকারা এ সব অপকর্মে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগে ইতোমধ্যে ২ জন শিক্ষিকা পদত্যাগ করেছেন। একই ঘটনায় অপর একজনকে দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা হয়েছে। বিষয়টি শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেলে অধিকতর তদন্ত করার জন্য গত ১১ জানুয়ারি ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ভিকারুননিসা স্কুলের একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, ভিকারুননিসা নূন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ১৬৭৬টি আসনের জন্য এবার ১৫ হাজার শিক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। গত ১৯ ও ২৬ ডিসেম্বর এ ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে। গত ৩১

জালিয়াতি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

(খ) মূল প্রভাতী বাংলা মাধ্যমের ৮টি উত্তরপত্রের প্রাপ্ত নম্বর বৃদ্ধি করে টেবুলেশন শীটে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা নিম্নের ছকে প্রদর্শিত হলো। উল্লেখ্য, বাংলা মাধ্যমের ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৪২.৫।

ক্রমিক নং	উত্তরপত্রের ক্রমিক নং	উত্তরপত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর	টেবুলেশন শীটে লিপিবদ্ধ বর্ধিত নম্বর	টেবুলেটরের নাম	মন্তব্য
১।	২৮৫	১৬.৫	৩৭	আসনুরা খাতুন	স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে মর্মে আসনুরা খাতুন দাবী করেছেন
২।	২৯১	১৪	৩৭	আসনুরা খাতুন	
৩।	৫৩৩	১৯	৩৮.৫	শামীম জাহান	
৪।	৫৫৫	২৩.৫	৩৯	শামীম জাহান	
৫।	৫৮২	৩২	৩৯	শামীম জাহান	
৬।	২৩৯৮	০৩	৩৭.৫	টেবুলেটরের স্বাক্ষর নাই	টেবুলেশন শীটে লিপিবদ্ধ হস্তলেখার সঙ্গে শামীম জাহানের হস্তলেখার মিল পরিলক্ষিত হয়েছে
৭।	২৩৯৯	১৮	৩৮		
৮।	২৪০০	১৩	৩৭.৫		

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডিসেম্বর এ ভর্তি পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়। গত ১০ জানুয়ারি থেকে এ ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চলে। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ইংরেজি ও বাংলা মাধ্যমের ভর্তি পরীক্ষায় পরিদর্শক কমিটির সদস্যদের কাছে ইতোমধ্যে ভর্তি নিয়ে বিভিন্ন অনিয়ম ধরা পড়েছে। এ অনিয়ম উদঘাটনে শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি দীর্ঘ যাচাই বাছাই শেষে ভর্তি পরীক্ষায় বিভিন্ন অনিয়ম উদঘাটন করেছে। এতে দেখা যায়, ইংরেজি মাধ্যমের পরীক্ষায় ১৪৭৮ নম্বর উত্তরপত্রের টেবুলেশন শিটে প্রাপ্ত নম্বর ৩৭ দেখানো হয়েছে, সেখানে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর ৩৯। কিন্তু উত্তরপত্রটি পাওয়া যায়নি। এ ক্রমিক নম্বরের উত্তরপত্রে প্রাপ্ত নম্বর টেবুলেশন শিট তৈরি করেন প্রভাতী শাখার একজন শিক্ষিকা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৪৭৮ নম্বর পরীক্ষার্থীর অভিভাবকের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোনে যোগাযোগ করে জানা গেছে, তার মেয়ে ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়েছে কিন্তু পরীক্ষা ভাল হয়নি। তদন্ত কমিটির মতে, পরীক্ষার উত্তরপত্রে প্রাপ্ত নম্বর বৃদ্ধি করে টেবুলেশন শিটে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং মূল উত্তরপত্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সূত্র মতে, প্রভাতী বাংলা মাধ্যমে (মূল) ৮টি উত্তরপত্রের প্রাপ্ত নম্বর বৃদ্ধি করে টেবুলেশন শিটে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এবারে বাংলা মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৪২ দশমিক ৫।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ক্রমিক নম্বর ২৮৫ পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রে পেয়েছে ১৬ দশমিক ৫ নম্বর অথচ টেবুলেশন শিটে নম্বর বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৭ নম্বর। ২৯১ রোল নম্বর পরীক্ষার খাতায় প্রাপ্ত নম্বর ১৪ আর টেবুলেশন শিটে বৃদ্ধি করে ৩৭ করা হয়েছে। ক্রমিক নম্বর ৫৩৩ প্রাপ্ত নম্বর ১৯, কিন্তু টেবুলেশন শিটে ৩৮ দশমিক ৫ নম্বর করা হয়েছে। ৫৫৫ ক্রমিক নম্বর উত্তরপত্রে প্রাপ্ত নম্বর ২৩ দশমিক ৫ নম্বর পেয়েছে, কিন্তু টেবুলেশন শিটে বর্ধিত নম্বর ৩৯ করা হয়েছে। ক্রমিক নম্বর ২৩৯৮ উত্তরপত্রে প্রাপ্ত নম্বর জিরো ৩, টেবুলেশন শিটে তার বর্ধিত নম্বর ৩৭ দশমিক ৫। ক্রমিক নম্বর ৩৯৯৮ উত্তরপত্রে প্রাপ্ত নম্বর ১৮ কিন্তু টেবুলেশন শিটে তার নম্বর ৩৭ দশমিক ৫ (টেবুলেশনে স্বাক্ষর নেই)। এ উত্তরপত্রে নম্বর বাড়ানোর ঘটনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দাবি, তাদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে। টেবুলেশন শিটে লেখার সঙ্গে শিক্ষিকার লেখার মিল নেই।

অভিযোগ রয়েছে, ভর্তি পরীক্ষায় ২০১ নম্বর থেকে ৩শ' নম্বর পর্যন্ত মোট ১শ'টি টেবুলেশন শিটে মূল প্রভাতী শাখার একজন শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে। ওই শিক্ষক নামে 'স' দিয়ে নাম লিখলেও জাল স্বাক্ষরে তার নাম 'শ' অক্ষর দিয়ে লেখা রয়েছে। সূত্র মতে, ২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত ১শ'টি টেবুলেশন শিটে মূল প্রভাতী শাখায় একজন শিক্ষক সই করেছেন বলে স্বীকার করেন এবং গত ১০ জানুয়ারি তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন।

সূত্র মতে, প্রথম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় টেবুলেশন শিটে প্রাপ্ত নম্বর বৃদ্ধি, টেবুলেশন শিটে প্রাপ্ত নম্বর বৃদ্ধি করে উত্তরপত্র ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে টেবুলেটরের জাল স্বাক্ষর দিয়ে শিক্ষক হয়ে শিক্ষকদের সততা ও বিশ্বস্ততাকে পদদলিত করে প্রতিষ্ঠানের সুনামকে কলঙ্কিত করার জন্য ৩ জন শিক্ষককে দায়ী করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন মিসেস শামীম জাহান আহসান ও মিসেস মাহরোজা আক্তার। অন্যজন মিসেস সাবিরা বারীকে দায়ী করে ৬ জন সহকারী অধ্যাপক গোপন প্রতিবেদনে সই করেছেন।

এদিকে প্রথম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম, জালিয়াতি করে নম্বর বৃদ্ধি করাকে কেন্দ্র করে ভিকারুননিসা নূন স্কুলে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। অনেকেই আগামী ভর্তি সময় ডিউটি করবে না বলে মত দিয়েছেন। এ নিয়ে শিক্ষক ও স্টাফরা গত ২১ ডিসেম্বর গভর্নিং বডির সভাপতি বরাবর লিখিত লিখিত আবেদন করেছেন।

এদিকে আসনুরা খাতুন নামে একজন শিক্ষিকা স্কুলের গভর্নিং বডির সভাপতির কাছে লিখিত আবেদনে বলেছেন, টেবুলেশন শিটে কোন নম্বরপত্র তিনি বৃদ্ধি করেননি। তার স্বাক্ষর জাল করে যারা প্রাপ্ত নম্বর বৃদ্ধি করে তার বিশ্বস্ততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। গত ১১ জানুয়ারি তিনি গভর্নিং বডির সভাপতি বরাবর এ আবেদন করেন।

স্কুল সূত্র জানায়, ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ভর্তি জালিয়াতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হলেও তা নিয়ে দীর্ঘদিন তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে ভর্তি জালিয়াতির মূল হোতারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। এবার ভর্তি জালিয়াতি, টেবুলেশন শিটে নম্বর বৃদ্ধি এবং শিক্ষিকার স্বাক্ষর জালিয়াতিতে একটি শক্তিশালী চক্র জড়িত। প্রভাবশালী মহল তাদের ইন্ধন দিচ্ছে। ভর্তি জালিয়াতি উদঘাটনে নিরপেক্ষ তদন্ত করলে আরও অনেক ক্লু বের হয়ে আসবে। তবে রাঘববোয়ালরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায়, ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ভর্তি জালিয়াতি উদঘাটনে গত ১১ জানুয়ারি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গভর্নিং বডির সভাপতি সাংসদ রাশেদ খান মেননকে সভাপতি করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা এখনও তদন্ত কাজ শুরু না করলেও শিগগিরই তদন্ত শুরু করবেন।

তদন্ত কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ২ জন কর্মকর্তা জানান, ভর্তি নিয়ে অনিয়মের কারণে ২ জন শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তারা হলেন শামীম জাহান আহসান, মাহরোজা আক্তার। এছাড়াও বিষয়টি নিয়ে শিগগিরই আরও তদন্ত শুরু করা হবে।

এ ব্যাপারে গত শনিবার সকালে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হোসেনে আরা বেগমের সঙ্গে স্কুলে গিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাকে না পেয়ে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হয়। তবে তিনি প্রতিবেদকের নাম শুনে বলেন, 'একবার সবই লিখছেন এখন আবার কি লিখবেন?' ভর্তি নিয়ে অনিয়ম, টেবুলেশন শিটে নম্বর বৃদ্ধি এবং ২ জন শিক্ষকের পদত্যাগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এটা ইন্টারনাল ব্যাপার।' এর বেশি তিনি কোন কথা বলতে অস্বীকার করেন।

এ ব্যাপারে গভর্নিং কমিটির ২ জন সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ভিকারুননিসা নূন স্কুলে আরও অনেক দুর্নীতি হচ্ছে। তবে রহস্যজনক কারণে সব কিছু ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে।